ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১২৫

১ম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৭

৩য় প্রকাশ

রজব	১৪২০
কার্তিক	১৪০৬
নভেম্বর	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

اسلام اور لادینی جمہوریت-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAM-O-DHARMAHIN GANATANTRA by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 10.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপস্থিত বন্ধুগণ ও সুধীমন্ডলী

শুরুতেই আমি আপনাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার, তাঁর অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ছবক সামনে রাখছি। আমাদের এ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও একাগ্রচিত্ততার উপরই নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি, তার ইচ্ছা-আকাংখার উপর তাকওয়ার কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং সমুদয় কর্ম প্রচেষ্টা ও ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন কার্যকরিভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করার জন্য কিছুই করতে পারে না—এমন কি সে নিজে সত্য পথের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত টিকেও থাকতে পারে না। এ পার্থিব জগতে মানুষের সৎচরিত্র ও গতিধারার নিশ্চয়তা দানকারী একটি জিনিসই আছে, তাহলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক খেয়াল ও অনুরাগ। কিছু সময়ের জন্যও যদি অন্তর হতে এই খেয়াল ও অনুরাগ বের হয়ে যায়—যদি এ ব্যাপারে সাধারণ একটু শৈথিল্য দেখা দেয়, তখনই সরল সহজ পথ হতে মানুষের পা দূরে সরে যেতে থাকে। যাকে শুধু সরল সহজ পথে পরিচালিত হওয়াই নয় বরং গোটা দুনিয়াকে ঐপথে পরিচালিত করা এবং পথভ্রষ্ট মানুষকে ঐপথে টেনে আনতে হবে, তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে সর্বদার জন্য সম্পর্ক দৃঢ় রাখা এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। অন্যথায় তা থেকে গাফেল হয়ে সে নিজে নিজেকে সংস্কারক ও সমাজকর্মী ভেবে কত অকর্ম কুকর্ম করে বসবে তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং সর্বপ্রথম আপনাদের প্রতি এবং যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো যে, নিজেদের অন্তরে ও মন মগজে আল্লাহ তায়ালার মূল সত্তা ও গুণাবলীর ধ্যান ধারণাকে সর্বদা উজ্জীবিত রাখুন এবং নিজেদের সকল কাজে তারই সন্তুষ্টি বিধানের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। যে আন্দোলনের সামনে এ পার্থিব জগত এবং তার কার্যাবলীই শুধু লক্ষ্য রূপে বর্তমান থাকে সে আন্দোলন আল্লাহ তায়ালার খেয়াল ও ধারণা

১৯৪৭ সালের ৯ই মে পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে জামায়াতে ইসলামী উত্তর ভারত হালকা সাধারণ সম্মেলনে মাওলনা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর উদ্বোধনী ভাষণ।

ব্যতিরেকে যদিও চলতে পারে কিন্তু এ আন্দোলন এক পা-ও সঠিক রূপে চলতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কর্মীবৃন্দ পূর্ণ সজাগ ও চেতনা অনুভূতি সহ আল্লাহ তায়ালার সাথে দ্বীনদারী পরহেযগারী-ভয়ভীতি ও সন্তুষ্টি অর্জনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে না রাখবে।

সংগঠন ও শৃংখলার গুরুত্ব

আমি দ্বিতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদেরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি তাহলো আপনারা শুধু এই সম্মেলনেই নয় বরং নিজেদের সকল সম্মেলনের কাজের মধ্যেই সংগঠন শৃঙ্খলা ধীর স্থিরতা গাম্ভীর্যতা সহ ইসলামের অন্যান্য সভা সমিতির নিয়ম কানুনগুলোর পাবন্দীর প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। নিসন্দেহে এ ব্যাপারে আপনারা বিগত বছরগুলোতে যথেষ্ট সাফল্য ও উন্নতির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। আর এ জন্য আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সাংগঠনিক ও সম্মেলনী আদান প্রদান ও ব্যবহারকে এতখানি সুশৃঙ্খলিত, সুসভ্য ও গাম্ভির্যতাপূর্ণ করণে সাফল্য লাভ করেছেন, যা এখন প্রাথমিক অবস্থায় বিরাজমান তা অন্যান্য দলের তুলনায় জ্বলন্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু আপনারা যেন সেই অহমিকা ও ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত না হন যে, আপনারা যে সীমারেখায় গিয়ে উপনীত হয়েছেন উহাই সর্বশেষ সীমারেখা। এখনো আপনাদেরকে নিজের বহু অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অপনোদন করতে হবে, বহু সামাজিক ও সাংগঠনিক গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে লালিত-পালিত করে উহাকে মহিয়ান করে তুলতে হবে। আর আপনাদেরকে পূর্ণতার সেই সীমারেখায় গিয়ে উপনীত হতে হবে যাহা এখনো বহু দূরে অবস্থিত। আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে দুনিয়ার যেই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় আন্দোলন করতে দাঁড়িয়েছেন, উহা আজ সংগঠন ও শৃঙ্খলার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত। আর উহার তুলনায় আপনাদের সংগঠন ও শৃঙ্খলা এখন পর্যন্ত গণনারই উপযুক্ত নয়। বর্তমান জগতে মানুষের জীবন যেই বিধান ও ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, উহার ছোট বা বড় এলাকার পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের হাতের পরিবর্তন না হয়ে মূল বিধান ও ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সাধনই যদি আপনাদের লক্ষ্য হয় তবে আপনাদেরকে ইহা সম্যক উপলব্ধি করতে হবে যে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনাদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মীমাংসাকারী মোকাবিলা উপমহাদেশের ঐ বিধানের অনুসারী ও অনুকরণকারীদের সাথে হবে না। বরং সে মুকাবিলা হবে

পাশ্চাত্যের লিডার ও নেতৃবৃন্দের সাথে, আর উহাদের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে যে, উহারা নিজেদের সমগ্র জাতিগুলোকে নিয়মিতভাবে বুঝবার, উপলব্ধি করার, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করার এবং সুসংগঠিত রূপে শৃঙ্খলিত পন্থায় প্রচেষ্টা চালানোর এমন পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং দান করে প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছে যার পরিণতি ফল এইমাত্র বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র দুনিয়া স্বচক্ষে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছে। এ যুদ্ধটি কিরূপ ছিল এবং উহার উদ্দেশ্য কত অপবিত্র ছিল সে বিষয় আলোচনা নয়—বরং ইহাই ছিল চিন্তা করার বিষয় যে, দুনিয়ার এসব মানবতা বিধ্বংসী নেতৃবৃন্দ সুবিন্যস্ত ও সাংগঠনিক ভূমিকার যে পূর্ণতা প্রদর্শন করেছে তার মুকাবিলায় যখন পর্যন্ত উহারা ঐসকল গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত না হয় তখন পর্যন্ত কি অন্য কোন সংস্কারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? প্রথমতঃ এ জগতের নেতৃত্বের মধ্যে তখনই বিপ্লব এসে ছিল যখন সাহাবায়ে কেরাম শুধু নিজেদের আকীদা বিশ্বাসও, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও চারিত্রিক মহত্ব দ্বারাই নয় বরং নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি দ্বারাও জগতের অসৎ ও দুষ্ট নেতৃবৃন্দকে পরাভূত করে দিয়েছিলেন। আর বর্তমান যুগেও এ বিপ্লব, যারা উহার প্রত্যাশী তারা নিজেরা নিজেদেরকে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা-কর্মচরিত্র ও সাংগঠনিক যোগ্যতার দিক দিয়ে দুনিয়ার বর্তমান অনৈসলামী নেতৃত্বের উপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত না করা পর্যন্ত কোনক্রমেই সংগঠিত হতে পারে না।

সম্মেলনকালের সঠিক কর্মপদ্ধতি

তৃতীয় যে বিষয়টির পানে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আপনারা সম্মেলনের এই দিনগুলো দ্বারা অধিকতর লাভবান হবার চেষ্টা করবেন এবং অন্যান্য অনর্থক আজেবাজে বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সময় নষ্ট করবেন না। বছরের মধ্যে এই যে দু'তিন দিন আপনারা একত্রে সম্মিলিত হবার সুযোগ পান উহাকে আপনারা গনীমত স্বরূপ মনে করবেন এবং উহার প্রতিটি পলকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তুর খেদমতের জন্য ব্যবহার করবেন। অপরাপর কাজ ও কথাবার্তার জন্য বহু সময় রয়েছে। যদিও সেই ব্যক্তি যে এ উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করে নিয়েছে সে অন্যান্য সময়ও নিজের মন মস্তিষ্ককে অন্যান্য চিন্তায় বিজড়িত করা এবং স্বীয় শক্তিকে অসঙ্গত কাজ ও কথায় ব্যয় করাকে পসন্দ করে না। তথাপি বিশেষ করে সম্মেলনের দিনগুলোতে কোন ব্যক্তির হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ রস ও অর্থহীন কথা ও কাজের মধ্যে নির্লিপ্ত হবার অর্থ হল এ মূল লক্ষ্যবস্তুটির

সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ও অনুরাগ না থাকা। এ সময় আপনাদের পূর্ণ জামায়াতী শক্তি একস্থানে সমবেত। বিভিন্ন স্থানের রফিকগণ এখানে এসে জমায়েত হয়েছে, বহু কর্মকর্তা দরদীজন ও সাধারণ প্রভাবিত সুধীমণ্ডলীগণের এখানে শুভাগমন হয়েছে, এ মূল্যবান সুযোগ ও সময়টি হতে পূর্ণরূপে লাভবান হউন, দূর ও নিকটের রফিক ভাইদের সাথে পরিচিত হোন, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করণ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন, সমর্থক ও দরদী জনদের আন্তরিকতা ও কাজের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুন। নতুন লোকদের নিকট নিজেদের দাওয়াতকে সুন্দররূপে তুলে ধরুন এবং বুঝিয়ে দিন, আর আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করার জন্য কি কার্যকরি ভূমিকা নিতে পারেন, সে বিষয়ে পরস্পর সলা পরামর্শ করুন। যখন আপনারা এ সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন তখন নিজেদেরকে আল্লাহর পথে বের হয়েছেন বলে ভাবুন। এ সময় আপনাদের সমস্ত চিন্তা, দৃষ্টি এবং সমগ্র কাজকর্ম এ সত্যের আহবান এবং উহার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর জন্যই ওয়াক্‌ফ হওয়া উচিত।

এখন আমি যে সকল সুধীমণ্ডলী এ সম্মেলনটি কিসের সম্মেলন, ইহার উদ্দেশ্য কি, একথা অবগত হবার জন্য এখানে তাশরীফ এনেছেন তাদের খেদমতে কিছু কথা রাখতে যাচ্ছি। এসব বিষয় সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমাদের থেকে তারা কিছুটা অবহিত হতে পেরেছেন, কিন্তু উহার মধ্যে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আজই আপনারা প্রথমবার আমাদের দ্বারা পরিচয় পেতেছেন। এ সকল সুধীমণ্ডলী আমাদের সমগ্র কথাগুলোতে আমাদের সাহিত্য ও গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন দ্বারা পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে এ জামায়াতের দাওয়াতী কাজকে পরিষ্কার রূপে এদের সামনে এ জন্য তুলে ধরতে চাই যে, উহা যেন পরিচয় লাভের বিশদ অধ্যয়নের সহযোগিতার ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য

আমাদের এ জামায়াত যে উদ্দেশ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে তাহলো সমগ্র দুনিয়ার এবং কাজের সূচনার দিক দিয়ে এ দেশে এমন একটি সুশৃঙ্খলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যারা ইসলামের মূলনীতিসমূহকে চেতনাবোধ ও আন্তরিকতার সাথে রূপায়িত করবে। এবং দুনিয়ার সম্মুখে নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা উহার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করবে। আর যেখানে যেখানেই উহাদের শক্তি শিকড় গজাবে সেখানের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, চরিত্র, তামাদ্দুন,

রাজনীতি ও অর্থনীতির বর্তমান ব্যবস্থাপনাকে নাস্তিকতা ও বস্তুবাদীর ভিত্তি হতে ছিনিয়ে এনে সত্যিকারের আল্লাহ পোরস্তী তথা তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। এ জামায়াতের বিশ্বাস যে, বর্তমান সভ্যতা এবং উহার সমগ্র জীবন বিধান যেই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উহা সম্পূর্ণরূপে মানবতা বিধ্বংসীর দোষে দুষ্ট ও কলুষিত। এ জগতের ব্যবস্থাপনা যদি ঐ সকল নীতির উপরই পরিচালিত হতে থাকে, তবে উহাকে ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আর আজ পর্যন্ত উহার যে পরিণতি ফল আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে তা কোন দিক দিয়েই কম বিভীষিকাময় নয়। কিন্তু যে দিকে এ সভ্যতা জগতকে নিয়ে যাচ্ছে উহার বিভীষিকাময় পরিণতির সাথে উহার কোনই সম্পর্ক নেই। আর আমরা যে এ জগতের বাইরে কোথাও অবস্থান করছি না বরং উহার মধ্যেই শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে চলছি তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা। সুতরাং এসব নীতিমালাসমূহকে মানবতা বিধ্বংসী ও দুষ্ট পরিণতির বাহক জেনে বুঝেও যদি ইতিবাচক পদ্ধতিতে (Passivly) এ বিধানের অধীনে জীবন কালাতিপাত করে চলে যাই এবং বর্তমান সভ্যতার পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দ এবং প্রাচ্যের অনুসারীদের দিকনির্দেশনা ও অভিভাবকত্বের সম্মুখে হাতিয়ার ঢেলে দেই, তবে ধ্বংসের অন্ধকারময় যে গহীন কুয়াতলে এ জগত নিপতিত হবে, সেই কুয়ায়ই উহার সাথে সাথে আমরাও নিপতিত হবো এবং একই ফল আমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা পূর্ণ সজাগ অনুভূতি সহ একথা জানি এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে হেদায়াত নাযিল করেছেন উহার অনুকরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের এবং সমগ্র মানুষের কল্যাণ। আর মানব জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাপনা সঠিকরূপে কেবল তখনই পরিচালিত হতে পারে যখন উহাকে সেই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে যেই নীতিমালা মানুষের স্রষ্টার দেয়া হেদায়াতের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্বারা আপন হতেই আমাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে—আর এ দায়িত্বই আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের উপর অর্পণ করেছেন যে, আমরা সেই জীবন বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যা মানবতা বিধ্বংসী নীতিমালার উপর ভর করে পরিচালিত হচ্ছে।

আর সেই পুণ্যময় জীবন বিধান বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা চরিত্র চালাবো যা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের নীতিমালার উপর

নির্ভরশীল। আমাদের এ চেষ্টা চরিত্র এজন্য করা উচিত নয় যে, জগতের শুভাশুভ ও কল্যাণকারিতা উহা করার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করছে। বরং আমরা যদি এহেন চেষ্টা চরিত্রে আমাদের মন প্রাণ উজার করে না দেই তবে আমরা আমাদের নিজেদের জন্যই চরম অকল্যাণকামী রূপে পরিণত হবো। কেননা সামাজিক জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাপনা যখন ধ্বংসাত্মক নীতির উপর পরিচালিত হচ্ছে তখন বাতেল দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা ঢালাই করার এবং চরিত্র গঠন করার বিশ্বজনীন শক্তির উপর দুষ্ট শিক্ষা নীতি, পথভ্রষ্টকারীর সাহিত্য, ফেৎনা সৃষ্টিকারী সংস্কৃতি আর শয়তানী কাণ্ড কারখানায় ভরপুর রেডিও সিনেমা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। আর রিযিকের সমূদয় উপায় উপকরণের যখন এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দখল বসেছে যার হালাল হারামের শর্তাবলীর সাথে কোন পরিচয় নেই। তামাদ্দুনের রূপরেখা অংকনের এবং উহাকে একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করার সমূদয় শক্তি যখন এমন আইন ও এমন আইন পণয়নকারী মেশিনের হস্তে রয়েছে যা নৈতিকতা ও তামাদ্দুনের নির্ঘাত বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভরশীল আর সমগ্র জাতির নেতৃত্ব এবং জাগতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনের সকল চাবিকাঠিগুলো ঐ সকল নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের হস্তে বর্তমান রয়েছে যাদের অন্তর হয়েছে আল্লাভীরুতা হতে শূন্য এবং তার সন্তুষ্টি বিধানের বেলায় বেপরওয়া—আর উহারা কোন বিষয়ই ইহা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীতা অনুভব করে না যে, এ বিষয় উহাদের স্রষ্টা কি নির্দেশ দিয়েছেন, তখন এমন বিধান ও ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পাকড়াওর মধ্যে অবস্থান করে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কিরূপে এবং কখন উহার দুষ্ট প্রভাব ও দুষ্ট পরিণতির হাত থেকে রেহাই দিতে পারি? এ বিধান ও ব্যবস্থাপনা যেই জাহান্নামের দিকে জগতকে নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকে জগতের সাথে আমাদেরকেও গলায় রশি লাগিয়ে টানা হেঁচড়া দিয়ে নিয়ে চলছে। আমরা যদি ইহার প্রতিবাদ জানাই এবং উহাকে পরিবর্তন করার জন্য মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা তদবীর না করি তবে ইহা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের শেষ পর্যন্ত চরম বিপর্যয়ে ও দুর্বিসহ দুর্গতি ডেকে এনে ছাড়বে। সুতরাং শুধু এ পার্থিব জগতের সংস্কারের জন্য নয় বরং স্বয়ং নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও এ দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে। এসব দায়িত্বের তুলনায় বিরাট দায়িত্ব হলো আমরা যেই জীবন বিধানকে পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধির সাথে গর্হিত ও ধ্বংসাত্মক মনে করে থাকি উহাকে পরিবর্তন করার জন্য

চেষ্টা তদবীর করা আর যেই বিধানকে সত্য বাস্তবানুগ ও মুক্তির একমাত্র সনদ বলে ঈমান রেখে থাকি উহাকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা তদবীর করা।

হাতের নয়—বিধানের পরিবর্তন কাম্য

আমার এ সংক্ষিপ্ত আবেদন দ্বারা আপনারা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আমাদের মূল লক্ষ্য বর্তমান জগতের বিধান ব্যবস্থাপনার পরিচালকদের হাতের পরিবর্তন নয়—বরং স্বয়ং বিধান ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার পরিবর্তন। আমাদের আন্দোলনী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, ব্যবস্থাপনা যেরূপ আছে সেরূপই থাকবে এবং সাবেক নীতিমালার উপরই পরিচালিত হবে। কিন্তু উহার পরিচালক পাশ্চাত্যের লোক না হয়ে প্রাচ্যের লোক হতে হবে, অথবা ইংরেজ না হয়ে ভারতীয় হতে হবে, অথবা হিন্দু না হয়ে মুসলিম হতে হবে। আমাদের নিকট হাতের পরিবর্তন দ্বারা কোনই পার্থক্য সূচীত হয় না। শূকর সর্বদার জন্যই শূকর উহার সত্তার মধ্যেই অপবিত্রতা নিহিত—উহার পাচক অমুসলিম অথবা মুসলমান যা-ই হোক না কেন, পরিচালকের পরিবর্তন দ্বারা উহার অপবিত্রতার মধ্যে কোনই পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। বরং মুসলমান পাচক দ্বারা শূকর পাক হওয়া যেমন আরো দুঃখজনক ব্যাপার তেমনি ভ্রান্তকারীও বটে। আল্লাহর বহু বান্দা রয়েছে এমনকি বহু পরহেযগার মুত্তাকী লোক রয়েছে যারা এই যালেমের হাতের পাকানো শূকর এমন নিশ্চিন্তায় ভক্ষণ করবে যে, ইহা মুসলমানের হস্ত দ্বারা পাকানো হয়েছে। আর যদি উহার রন্ধন ক্রিয়ার সময় চামচের প্রতিটি নাড়ার সাথে সাথে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে থাকে এবং উহার নির্বাচিত টেবিলটি যদি অমুসলমানদের তুলনায় মুসলমানদের জন্য পানাহারের অধিক সহজ পথ ও অধিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ হয়। আর খাবার মজলিসের চতুর্দিকে এমন সব উপকরণ বিচ্ছুরিত করে রেখে দেয়া হয় যাকে সাধারণত ইসলামী উপকরণ মনে করা হয়ে থাকে তবে ইহা আরো অধিক প্রতারণা দায়ক বস্তু হবে নয় কি? এ ধরনের প্রদর্শনীমূলক ইসলামীয়াত যদি বর্তমান থাকে তবে এ হারাম খাদ্যটি গ্রহণের জন্য কোন সুপারিশ নয় বরং এ প্রকাশ্য ধোঁকাবাজী ও প্রতারণাটি এ বিষয়টিকে আরো ভয়াবহ ও বিপদসংকুল করে তুলে। সুতরাং আমরা এমন কোন বাহ্যিক পরিবর্তনের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি না এবং কাহাকেও সন্তুষ্ট হতে দেখতে পারি না—যার মধ্যে এহেন মানবতা বিধ্বংসী বিধান ও ব্যবস্থাপনা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিতই থেকে যায় এবং উহার পরিচালকদের

হস্তের শুধু পরিবর্তন হয়। আমাদের দৃষ্টিতে হাতের উপর নয়—বরং সেই বিধান ও নীতিমালার প্রতি নিবদ্ধ, যার উপর ভিত্তি করে জীবনের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। সেই নীতিমালা যদি ধ্বংসাত্মক হয়, তবে আমরা উহার বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব এবং উহাকে পুণ্যময় নীতিমালা দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে থাকবো। এ হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এখন আমরা বর্তমান সভ্যতার যেই নীতিমালাকে মিটিয়ে দিতে চাই এবং উহার স্থানে যেই নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক সেগুলোকে আপনারা যাতে করে পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করতে পারেন সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসাত্মক নীতি

বর্তমান সভ্যতা যার উপর আজকে দুনিয়ার সমগ্র চিন্তাধারা, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে মূলত উহা তিনটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এক ঃ ধর্মহীনতা (ধর্মনিরপেক্ষতা) বা বস্তুবাদ (Secularism)
দুই ঃ জাতীয়তাবাদ (Nationalism)
তিন ঃ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র (Democracy)

এর মধ্যে প্রথম নীতির সারমর্ম হলো আল্লাহ তায়ালা এবং তার হেদায়াত ও ইবাদাতের বিষয়টিকে এক এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ের গণ্ডী-সীমার মধ্যে সীমায়িত করে দেয়া। আর ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী-সীমাটি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সমূদয় বিষয়কে নিছক জাগতিক দৃষ্টিভংগী দ্বারা নিজেদের প্রদর্শিত সরল সহজ পন্থা মাফিক যেরূপ হচ্ছে সেইরূপ সমাধান করা। আল্লাহ তায়ালা কি, তাঁর হেদায়াত ও নির্দেশ কি, আর তাঁর কিতাবেই বা কি লিখে দেয়া হয়েছে, এ প্রশ্নগুলো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা বর্হিভূত বিষয়ই হয়ে থাকে। প্রথমত, এই কর্মপদ্ধতিটিকে পাশ্চাত্যবাসীগণ খৃস্টান প্রাদ্রীদের নিজেদের রচনাকৃত সেই ধর্ম (Theology) হতে বিমুখ হয়েই গ্রহণ করে নিয়েছিল যা ছিল উহাদের জন্য পায়ের জিঞ্জির সমতুল্য। কিন্তু এ কর্মপদ্ধতিটি ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে নব সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তরে পরিণত হলো। আপনারা অধিকাংশ সময় এ কথাগুলো শুনে থাকবেন যে, "ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এবং তার বান্দার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তিপত্র।" এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো মূলত বর্তমান সভ্যতারই মূলতন্ত্র। উহার ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি কাহারো অন্তরাত্মা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ

আছেন এবং তার পূজা অর্চনা ও ইবাদত বন্দেগী করা উচিত, তবে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে ইচ্ছামত খুশীতে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবে। কিন্তু দুনিয়ার এবং উহার বিভিন্ন কাজ কারবারের সাথে আল্লাহর এবং ধর্মের কোনই সম্পর্ক থাকবে না। এ মূলমন্ত্রের ভিত্তির উপর যেই জীবন বিধানের সৌধ-অট্টালিকা নির্মিত হয়ে থাকে উহার ভিতর মানুষ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আর মানুষ এবং দুনিয়ার সম্পর্কে সমূদয় পন্থা আল্লাহ তায়ালার ও ধর্মের আবেষ্টনী হতে স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে যায়। সমাজ হোক, তবে উহা থেকে সে মুক্ত ; শিক্ষা ব্যবস্থা হোক, তবে উহা থেকে সে মুক্ত ; অর্থনৈতিক কাজ কারবার হলে উহা হতে সে মুক্ত ; আইন কানুন হলে উহা থেকে মুক্ত ; পার্লামেন্ট হলে উহা হতে মুক্ত ; রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন হলে উহা হতে মুক্ত ; আন্তর্জাতিক লেনদেন আদান প্রদান ও সম্পর্ক হলে উহাও উহা থেকে মুক্ত থাকবে। জীবনের এহেন অগণিত বিভিন্ন দিকগুলোর ব্যাপারে যা কিছুই সিদ্ধান্ত ও সমাধান গ্রহণ করা হোক না কেন উহা নিজ ইচ্ছা বাসনা ও জ্ঞান বুদ্ধি মাফিকই ফায়সালা করা হয়ে থাকে। এ সকল বিষয় আল্লাহ্ তায়ালা কি, তিনি কোন নীতি ও বিধান আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন কিনা—এ প্রশ্ন শুধু কেবল প্রশ্নেরই অযোগ্য নয়—বরং নীতিগত রূপে ভ্রান্ত এবং চরম বর্বরতা বলে মনে করা হয়ে থাকে।

এখন আসুন ব্যক্তিগত জীবনের পালায়। এ ব্যাপারে দেখা যায় যে, উহাও অধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মহীন সমাজের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যাপারে নিছক পার্থিব ও ধর্মহীনই (Secular) হয়ে থাকে। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমানে খুব কম লোকেরই অন্তরে এ সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, একজন আল্লাহ আছেন। তার ইবাদত বন্দেগী করা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান সময় তামাদ্দুন ও সভ্যতার যারা মূল কর্মকর্তা রয়েছে, উহাদের জন্য তো ধর্ম এখন আর ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে অবশিষ্ট নেই, আল্লাহর সাথে উহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকুও ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় মূলনীতিটির কথায় এবার আসুন। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজার প্রথম সূচনা হয় পোপ পল ও কায়সারের বিশ্বব্যাপী যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হিসেবে। তখন উহার অর্থ শুধু ইহাই ছিল যে, বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে এবং নিজেদের কল্যাণের মালিকে মোখতার নিজেরাই থাকবে। কোন বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে দাবার গুটির ন্যায় ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু এ

পুণ্যময় সূচনা হতে এগিয়ে এ ধারণা যখন সম্মুখের পানে অগ্রসর হলো, তখন ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে এ ধারণা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল যে, যে স্থান হতে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতার আন্দোলন আল্লাহ তায়ালাকে বেদখল ও নির্বাসিত করেছিল সেখানে জাতিপূজা জাতীয়তাবাদকে জাঁকিয়ে বসিয়ে দিল। এখন প্রত্যেক জাতির জন্য উন্নততর নৈতিক মূল্যবোধ হয়ে গেল উহার জাতীয় স্বার্থ এবং উহার জাতীয় উন্নতির জাগরণ (Aspirations) । উহাই পুণ্যময় কাজ বলে পরিগণিত হলো যা জাতির জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হয়—চাই উহা শিক্ষা হোক, বেঈমানী হোক, যুলুম অত্যাচার হোক অথবা এমন কোন কাজ হোক যা প্রাচীন ধর্ম ও চরিত্রের মধ্যে জঘন্যতম গুনাহর কাজ বলে মনে করা হয়। আর উহাকেই খারাপ ও পাপ কাজ মনে করা হতে লাগলো যা জাতির স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়—চাই উহা সত্যবাদিতা হোক, ইন্‌সাফ ও সুবিচার হোক, ওয়াদা পালন ও অধিকার আদায় জনিত কাজ হোক অথবা এমন কোন কাজ হোক না কেন যাকে চারিত্রিক মহত্ত্বের মধ্যে গণনা করা হয়। জাতির জনসাধারণের সৌন্দর্য্য জীবন ও সচেতনতার মাপকাঠি হলো যে জাতীয় স্বার্থ উহাদের নিকট যে ত্যাগ তিতিক্ষার আবেদন জানিয়ে থাকে—চাই উহা জানমাল ও সময়ের কুরবানী হোক অথবা অন্তর ও ঈমানের কুরবানী হোক, মানবতার কুরবানী হোক বা আত্মমর্যাদার কুরবানী হোক যাই হোক না কেন উহারা তাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হবে না। বরং সম্মানিত হয়ে জাতির আশা-আকাঙ্খা ও উৎসাহ উদ্দীপনাকে পূরণ করার কাজে আগ্রহের সাথে লেগে যাবে। আর অপরাপর জাতির মুকাবিলায় যাতে করে নিজ জাতির পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হয় সেজন্য প্রত্যেক জাতি এ ধরনের লোকদের সংখ্যা অধিকতর পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা এবং উহাদেরকে সুশৃঙ্খলিতভাবে সংগঠিত করাই হলো—সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

তৃতীয় নীতিটি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র (Sovereignty of the Pepole) এর ব্যবস্থাটিকে প্রথমত রাজা-বাদশা ও জায়গীরদারদের ক্ষমতার দাপটকে চুরমার করার জন্যই উত্থাপন করা হয়েছিল। এক ব্যক্তি, একটি বংশ অথবা একটি শ্রেণী লাখো কোটি জনতার উপর নিজেদের ইচ্ছা ও মর্জিকে চাপিয়ে দেয়া এবং নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে উহাদেরকে ব্যবহার করার কোন অধিকার উহাদের নেই, এ পর্যন্ত বিষয়টি ঠিকই ছিল। কিন্তু এ অবৈধ দিকটির সাথে উহার বৈধ দিক হলো যে এক এক দেশ এবং এক এক এলাকার অধিবাসীগণই নিজেরা নিজেদের শাসক ও নিজেরা

নিজেদের মালিক মোখতার হবে। এ বৈধ দিকটির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন হয়ে গণতন্ত্র আজ যে রূপরেখা গ্রহণ করেছে তা হলো—প্রত্যেক জাতি নিজেদের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। উহাদের সামগ্রিক ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে (অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে উহাদের অধিকাংশের ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্খা) কোন বস্তুই শৃঙ্খলিত করতে পারে না। নৈতিক চরিত্র হোক বা তামাদ্দুন হোক, অর্থনীতি হোক বা রাজনীতি হোক প্রত্যেকটি বস্তু ও বিষয়ের সত্য সঠিক নীতি হলো উহাই, যা জাতীয় ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খার দ্বারা মীমাংসিত হয়। আর যে নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের রায় দ্বারা বাতিল করা হয়, উহাই বাতিল বলে গণ্য। এ ক্ষেত্রে আইন কানুন ও জাতির ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। যে কোন আইন কানুনই নিজেদের ইচ্ছামত তারা রচনা করতে পারবে এবং কোন আইনকেই তারা নাকচ করে দিতে ও পরিবর্তন করতে পারবে। রাষ্ট্র জাতির ইচ্ছা ও মর্জি মাফিকই গঠিত হবে। তাকে জাতির আশা-আকাঙ্খারই পাবন্দ ও অনুবর্তী হয়ে চলতে হবে। এবং উহার সমগ্র শক্তি জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও মর্জির বাস্তবায়নে ব্যয় করতে হবে।

আমি এ নীতি তিনটির যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম উহাই হচ্ছে বর্তমান যুগের জীবন বিধানের মূল ভিত্তি। আর এ নীতির উপরই ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র (Secular Democratic National State) প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে—যাকে আমরা বর্তমান যুগে সামাজিক সংগঠনের সুসভ্য মানদণ্ড হিসেবে ভেবে থাকি।

আমাদের নিকট এ তিনটি নীতিই ভ্রান্ত। শুধু ভ্রান্তই নয়—বরং আমরা পূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে ইহা বিশ্বাস করি যে, এ নীতিগুলোই হচ্ছে সেই সকল মহা বিপদের মূল কাণ্ড যার মধ্যে মানবতা আজ নিপতিত। আমাদের শত্রুতা মূলত এ নীতিগুলোর সাথে। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। এ নীতিগুলোর প্রতি আমাদের অভিযোগ কি এবং এ অভিযোগ কেন, উহার বিস্তারিত আলোচনা বিরাট সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আমি অল্প কথায় উহা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করার জন্য চেষ্টা করবো যেন আপনারা এ লড়াইর গুরুত্বকে ভালরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ নীতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরিহার্যতা এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কেন তাও যেন আপনারা অনুমান করতে সমর্থ হন।

ধর্মনিরপেক্ষতার অনিষ্টতা

সর্বাগ্রে বর্তমান জীবন ব্যবস্থার সেই সর্ব প্রাথমিক ধর্মনিরপেক্ষতা বা বস্তুবাদী মূলনীতির কথা চিন্তা করুন। মানুষের শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সাথেই

আল্লাহ তায়ালা ও ধর্মের সম্পর্ক থাকবে, এ দর্শনটি নির্ঘাত এমন অর্থহীন দর্শন, যার সাথে জ্ঞান বুদ্ধির কোনরূপ সম্পর্কই নেই। আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের মধ্যের ব্যাপারটি কেবলমাত্র দু'টি অবস্থা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। মানুষ যেই সৃষ্টি জগতে বসবাস করে সেই সৃষ্টি জগত এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও শাসক হয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হবেন অথবা হবেন না। সে যদি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও শাসক বলতে মানুষের কিছুই না হয়, তবে তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার কোন প্রয়োজন করে না। এক সম্পর্কহীন সত্তার অহেতুক ইবাদত বন্দেগী করা যার সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, নিতান্ত বাতুল কথা ছাড়া কিছুই নয়। আর বাস্তবিক পক্ষে সে যদি আমাদের এবং সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও শাসক হয়ে থাকেন, তবে ইহার কোন অর্থ নেই যে, উহার কর্মময় ভূমিকা (Jurisdiction) শুধু এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের সীমারেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যেখান হতে এক এক ব্যক্তির—দুই লোকের সামাজিক সম্পর্ক আরম্ভ হয়, সেখান থেকেই উহার স্বাধীনতার এখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে। এ সীমারেখা যদি আল্লাহ তায়ালা খোদ নিজে অংকিত করে দিয়ে থাকেন, তবে উহার সনদ তো থাকা চাই। আর যদি মানুষ তাদের সামাজিক জীবনে আল্লাহর থেকে বিমুখ ও বেপরওয়া হয়ে নিজেরাই খোদমোখতারী গ্রহণ করে থাকে, তবে ইহা তাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বৈ আর কি ? এ বিদ্রোহের সাথে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহকে এবং তার দ্বীনকে মেনে থাকি—এ দাবী শুধু কেবল ঐ ব্যক্তিরাই করতে পারে যারা জ্ঞান বুদ্ধির মাথা খেয়ে ফেলেছে। এক ব্যক্তি একা একা আলাদা আলাদা আল্লাহ তায়ালার বান্দা হবে, কিন্তু আলাদা আলাদা বান্দাগণ যখন মিলিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র তৈয়ার করে নিবে তখন আর উহারা তাঁর বান্দা থাকবে না, ইহার চেয়ে অর্থহীন ও ফালতু কথা আর কিই-বা হতে পারে ? অংশসমূহের প্রত্যেকটি আল্লাহর বান্দা হবে আর অংশসমূহের সম্মিলিত রূপরেখাটি বান্দা হবে না, ইহা এমনি একটি কথা যার ধারণা কোন পাগল লোক ছাড়া কেহই করতে পারে না। আর একথাও আমাদের বোধগম্য হয় না যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তার হেদায়াতের প্রয়োজন যদি আমাদের পারিবারিক জীবনে না হয় ; মহল্লাহর জীবনে, শহর ও গ্রাম গঞ্জের জীবনে না হয় ; মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও হাট বাজারে যদি না হয়, পার্লামেন্টে, গভর্নর হাউজে, হাইকোর্টে ও সুপ্রিমকোর্টে যদি না হয়—না হয় যদি সেনাবাহিনীর ছাউনী ও ক্যান্টনমেন্টে, থানা পুলিশ লাইন ও যুদ্ধের ময়দানে এবং সন্ধি চুক্তির কনফারেন্সে, তবে শেষ পর্যন্ত উহার প্রয়োজন থাকে

কোথায় ? এমন খোদাকে কেন মানা যাবে এবং কেনই বা উহার ইবাদত বন্দেগী করা হবে, যে জীবনে কোন ব্যাপারেই আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। নাউজুবিল্লাহ—তিনি এমনি নির্বোধ খোদা যে, তার কোন হেদায়াত ও নির্দেশ কোন ব্যাপারেই আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরির যোগ্য বলেই পরিদৃষ্ট হয় না।

এই হলো এ বিষয়টির জ্ঞান ও যুক্তিগত দিক। আর বাস্তব দিক হতে যদি পর্যালোচনা করা হয়, তবে উহার পরিণতি খুবই ভয়াবহ পরিদৃষ্ট হয়। ঘটনা হলো যে, মানব জীবনের যেই বিষয়টির সম্পর্কই আল্লাহ তায়ালা হতে ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেই বিষয়টির সম্পর্কই সংযোজিত হয়ে পড়ে শয়তানের সাথে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন (Personal Life) আসলে কোন বস্তুর নাম নয়। মানুষ একটি সামাজিব জীব। উহাদের সমগ্র জীবনটাই একটি সামাজিক জীবন। তাদের সৃষ্টিই হচ্ছে এক মা ও এক পিতার সামাজিক সম্পর্ক হতে। এ পার্থিব জগতে আসার সাথে সাথেই সে একটি পরিবারে চক্ষু উন্মীলিত করে থাকে। বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার সাথে সাথেই তার একটি সমাজের সাথে, একটি ভ্রাতৃত্বের সাথে, একটি বস্তীর সাথে, একটি জাতির সাথে, একটি সামাজিক শাসন ব্যবস্থার সাথে, একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই যে অগণিত সম্পর্ক যা উহাকে অন্যান্য মানুষের সাথে এবং অন্যান্য মানুষকে উহার সাথে বিজড়িত করে ফেলে, উহার সঠিকতা ও নির্ভুলতার উপর এক একটি মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানুষের উন্নতি ও সাফল্য নির্ভরশীল। আর তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি মানুষকে এ সকল সম্পর্কের সঠিক সুবিচারী ও চিরন্তনী নীতি ও সীমারেখা অংকিত করে দিয়ে থাকেন। যেখানেই মানুষ উহার হেদায়াত ও নির্দেশ হতে বেপরওয়া হয়ে খোদমোখতার হয়ে গিয়েছে সেখানেই দেখা দিয়েছে জঞ্জাল, সেখানে যেমন থাকে না কোন দৃঢ় নীতির বালাই তেমনি থাকে না ইন্‌সাফ, ন্যায়-নীতি ও সততার লেশ চিহ্ন।

এজন্যই আল্লাহ তায়ালার পথ প্রদর্শনীয়তা হতে বঞ্চিত হবার পর এখন মানবিক ইচ্ছা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তার পানে মানুষ পথ প্রদর্শনীয়তা লাভের জন্য মনোনিবেশ করতে পারে। ইহার পরিণতি ফল এই হয় যে, যে সমাজের বিধান ব্যবস্থাপনা ধর্মহীনতা বা নিছক পার্থিবত্বের আর্দশের উপর পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে মানবিক ইচ্ছা মাফিক দৈনিক নীতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হয়ে গড়তে থাকে ও ভাঙ্গতে

থাকে। আপনারা নিজেরাই দেখছেন যে, মানবিক সম্পর্কের প্রতিটি কোণায় কোণায় যুলুম অত্যাচার, বেইন্‌সাফী, বেঈমানী এবং পারস্পরিক নির্ভরহীনতা ঢুকে পড়েছে।

সমগ্র মানবিক সম্পর্কের উপর ব্যক্তিগত শ্রেণীগত জাতিগত ও বংশগত আত্মস্বার্থপরতার প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। দু'টি মানুষের সম্পর্ক হতে আরম্ভ করে জাতিসমূহের সম্পর্ক পর্যন্ত এমন কোন যোগসূত্র বর্তমান পাওয়া যাবে না, যার মধ্যে ঘুণে ধরা পোকা দেখা যাবে না। প্রত্যেক লোক, প্রত্যেকটি শ্রেণী, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকটি জাতি ও প্রতিটি দেশ নিজ নিজ এখতিয়ারের গণ্ডী-সীমার মধ্যে নিজ নিজ সামর্থ মাফিক পূর্ণ আত্মস্বার্থপরতার সাথে নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত নীতি বিধান ও আইন-কানুন রচনা করে নিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অপরাপর লোকদের উপর এবং শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতি সমূহের উপর গিয়ে কি প্রভাব পতিত হয় সেদিকে আদৌ কোনরূপ খেয়ালই করে না। তবে ভ্রুক্ষেপ করার ও পরওয়া করার একটি মাত্রই শক্তি আছে আর তা হচ্ছে লাঠিয়ালী শক্তি। যেখানে লাঠিয়ালী শক্তির সম্মুখীন হবার আশাঙ্কা হয় শুধু কেবল সেখানেই নিজ সীমারেখার বাইরে বাড়ান হাত পা-ই কিছুটা সংযত হয়ে থাকে। কিন্তু এই লাঠিয়ালী শক্তি কোন আলেম বা সুবিচারকের সত্তার নাম নয়। উহা হচ্ছে একটি অন্ধ শক্তির নাম। এ কারণেই উহার ফলে বলিয়ান হয়ে কখনো ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যার লাঠিয়ালী শক্তি যত বড় শক্তিশালী হয়, সে অপরকে ততোখানি সংযত ও সমীহ কর চলে না যতখানি তার চলা উচিত। বরং সে নিজ সীমারেখার বাইরে এগিয়ে যাবার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নিছক পার্থিবতার সারকথা হচ্ছে শুধু ইহাই যে, যে কোনরূপ কর্মপদ্ধতিই গ্রহণ করুন না কেন, উহা সর্বদাই লেগামহীন, দায়িত্ববোধহীন এবং মানবিক ইচ্ছার বশবর্তি হয়ে থাকবে—চাই উহা এক ব্যক্তির বা একটি শ্রেণীর বা একটি সম্প্রদায়ের অথবা একটি জাতির কিংবা সম্মিলিত জাতিসমূহের কর্মপদ্ধতি হোক না কেন।

জাতি পূজার দুষ্টতা

এখন দ্বিতীয় নীতিটির আলোচনায় আসুন। জাতি পূজার যে ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি উহা যদি আপনাদের স্মরণ থেকে থাকে তবে আপনারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইহা বর্তমান যুগে

মানবতার উপর চাপিয়ে দেয়া কত বড় বিরাট অভিশাপ। জাতীয়তাবাদের (Nationality) উপর আমাদের কোন অভিশাপ নেই। কেননা উহা একটি মানুষের সহজাত বৃত্তি। আমরা জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনারও এ শর্তে বিরোধী নই যে, উহার ভিতর অন্য জাতির অকল্যাণ ও সর্বনাশের চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারবে না। জাতীয় ভালবাসা এবং জাতির প্রতি আন্তরিক দরদ ও সমবেদনা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও কোন অভিযোগ আমাদের নেই। তবে শর্ত হচ্ছে যে, উহা জাতীয় গোঁড়ামী, নিজ জাতির পক্ষপাতিত্ব এবং অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণের সীমায় গিয়ে যেন উপনীত না হয়। আমরা জাতীয় স্বাধীনতাকে সঠিক ও ন্যায়সংগত অধিকার বলে মনে করি। কেননা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করা, নিজেদের ঘরের ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে করা প্রত্যেকটি জাতিরই অধিকার রয়েছে। আর এক জাতির উপর অপর জাতির শাসনদণ্ড পরিচালনা করারও কোন অধিকার নেই। আসলে আমাদের কাছে যে বিষয়টি শুধু কেবল অভিযোগের যোগ্যই নয়—বরং ঘৃণার বিষয়, তাহচ্ছে জাতীয়তাবাদ বা জাতির পূজা (Nationalism) করা। এই জাতি পূজার ইহা ছাড়া আর কোন মূল তত্ত্বই নেই যে, উহা হচ্ছে জাতীয় আত্মপূজা বা জাতীয় আত্মস্বার্থের দ্বিতীয় নাম। একটি সমাজের মধ্যে যদি এমন ব্যক্তির বর্তমান থাকা উহার জন্য অভিশাপ হয়, যে নিজ সত্তা ও উদ্দেশ্যের গোলাম হয়ে যায় এবং আত্মস্বার্থের খাতিরে সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকে। যদি একটি গ্রামের জন্য এমন পরিবারটির বর্তমান থাকাটা অভিশাপ হয়, যার লোকেরা নিজ পরিবারের স্বার্থের অন্ধপূজারী হয়ে যায় এবং বৈধ অবৈধ সকল উপকরণ হতে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লেগে যায়। যদি একটি দেশের জন্য এমন একটি শ্রেণীর বর্তমান থাকাটা অভিশাপ হয়, যে শ্রেণীটি সর্বদা নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের গোলামে পরিণত হয় এবং অপরের কল্যাণ অকল্যাণ ও ভাল মন্দের তোয়াক্কা না করে শুধু নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় ব্যাকুল থাকে, (যেমন ব্লাক মার্কেটকারী লোকেরা) তবে মানবতার প্রশস্ত গণ্ডী-সীমার মধ্যে ঐ আত্মস্বার্থপর জাতি কোন অভিশাপ হবে না যারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে নিজেদের খোদা মনোনীত করে নিয়েছে এবং সর্ব প্রকারের বৈধ অবৈধ পথে উহার পূজা অর্চনা করে থাকে। আপনাদের অন্তঃকরণই সাক্ষ দিবে যে, সমুদয় আত্মস্বার্থপরতা ও আত্মপূজার ন্যায় জাতীয় স্বার্থপরতা ও জাতীয় আত্মপূজাও নিসন্দেহে মানবতার জন্য একটি অভিশাপ। কিন্তু আপনারাই দেখছেন যে, বর্তমানের এই নব্য সভ্যতা সমগ্র মানব জাতিকে এ অভিশাপের মধ্যে নিপতিত করে ফেলে রেখেছে। আর উহার ফলে সমগ্র জগত এমন অসভ্যতা,

পাশবিকতা ও একগুয়েমীতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে যার প্রতিটি পাশবিকতা ও একগুয়েমীর সাথে দ্বন্দ্ব ও হানাহানীতে লিপ্ত। আর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর শরীরের ঘাম না শুকাতে শুকাতে তৃতীয় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ তরবারি শান দিয়ে চলছে।

গণতন্ত্র ও উহার ধ্বংসলীলা

তৃতীয় নীতিটির সাথে প্রথমোক্ত নীতি দু'টি মিলিত হয়ে এ বিপদকে আরো ভয়ংকর করে তুলেছে। বর্তমান সভ্যতার গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ একটি অঞ্চলের লোকের সম্মিলিত আশা, আকাংখা ও ইচ্ছা নিজেদের এলাকাধীন সাধারণভাবে স্বাধীন হওয়া আর উহারা আইনের তাবেদার না হয়ে বরং আইন উহাদের ইচ্ছায় তাবেদার হওয়া। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু ইহাই হবে যে, উহার শাসন শৃংখলা ও উহার সমুদয় শক্তি সামাজিক ও সামগ্রিক আশা-আকাংখা ও ইচ্ছাকে পূর্ণতায় রূপদানের কাজে ব্যবহার করা। এখন চিন্তা করুন যে, ধর্মহীনতা বা নিরপেক্ষতা উহাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ভয়ভীতি এবং নৈতিক চরিত্রের দৃঢ় নীতিমালার আবেষ্টনী হতে মুক্ত করে লাগামহীন, দায়িত্বহীন ও প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করে দিয়েছে। অতপর জাতীয়তাবাদ এসে উহাকে কঠোর রূপে জাতীয় আত্মস্বার্থপর অন্ধ গোঁড়ামী এবং জাতীয় গৌরব অহংকারের নেশায় মাতাল করে তুলেছে। আর এখন গণতন্ত্র এসে উহার সাথে জুড়ি হয়ে এসব লাগামহীন মাতাল ও প্রবৃত্তির গোলামদের ইচ্ছা-আকাংখাকে আইন প্রণয়নের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। আর রাষ্ট্র উহার সমুদয় শক্তিকে ঐ সকল প্রতিটি বস্তু অর্জন করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে, যা সামগ্রিকভাবে উহারা পেতে ইচ্ছুক হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ ধরনের খোদমোখতার শাসনতন্ত্রের অধিকারী জাতিসমূহের অবস্থা শেষ পর্যন্ত বদমায়েশ ও ধুরন্ধরদের অবস্থার সাথে কোন দিক দিয়ে কি ভিন্নতর হয় ? একজন ধুরন্ধর লোক খোদমোখতার ও শক্তিশালী হয়ে একটি ছোট পরিমণ্ডলের মধ্যে সম্ভাব্য যা কিছু করে থাকে উহার তুলনায় অনেকগুণ বেশী ধুরন্ধরীপনা বিরাট পরিমণ্ডলের মধ্যে এ ধরনের একটি জাতিও করতে পারে। সুতরাং এ পার্থিব জগতে শুধু একটি জাতিই এরূপ না হয়ে বরং সমগ্র সভ্য জাতিগুলো যদি ধর্মহীনতা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে সুসংগঠিত হয়, তবে এ জগত রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে না-তো হবে কি ?

এসব কারণেই আমরা সেই সকল সমাজ বিধানকে ধ্বংসাত্মক মনে করে থাকি ; যার মূল ভিত্তি হচ্ছে এ নীতি তিনটি। ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথেই হচ্ছে আমাদের শত্রুতা—চাই উহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ পাশ্চাত্যের হোক বা প্রাচ্যের হোক, অমুসলিম লোকেরা হোক বা মুসলিম নামধারী লোকেরা হোক। যেখানে যে দেশে এবং যে জাতির উপরই এ বালাকে চাপিয়ে দেয়া হোক না কেন, আমরা আল্লাহর বান্দাগণকে উহাকে প্রতিহত করার জন্য হুশিয়ার করণের জন্য সর্বদাই চিন্তামগ্ন থাকবো।

তিনটি চিরসত্য পুণ্যময় নীতি

এ তিনটি নীতির স্থানে আমরা অপর তিনটি চিরসত্য পুণ্যময় নীতি মানুষের সামনে পেশ করে থাকি। আর এ নীতিগুলোর মধ্যে কি মানুষের জন্য—তথা সমগ্র জগতের জন্য সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, না ঐ সকল শয়তানী নীতির মধ্যে রয়েছে, তা বিচার-বিবেচনা করে দেখার জন্য মানুষের অন্তরের নিকট আবেদন করে থাকি। আমাদের উত্থাপিত নীতি তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে এক ঃ ধর্মহীনতার পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী করণ। দুই ঃ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানবতা। তিন ঃ আর জনগণের শাসনত্বের পরিবর্তে—আল্লাহর শাসনত্ব ও জনগণের খেলাফত।

এক ঃ আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ

প্রথমতঃ এ নীতিটির অর্থ হচ্ছে আমাদের সকলের সেই আল্লাহকেই নিজের ইলাহ বা মনিব বলে স্বীকার করে নেয়া, যিনি হলেন আমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও শাসক। আমরা উহার থেকে বিমুখ বেপরওয়া ও স্বাধীন হয়ে নয়—বরং উহার ফরমানের তাবেদারী করে এবং উহার হেদায়াতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে জীবন ধারণ করবো। আমরা শুধু কেবল উহার পূজা পার্বণই করবো না—বরং উহার আনুগত্য ও বন্দেগী করে যাবো। আমরা শুধু কেবল একা একা আমাদের ব্যক্তিগত দিক ও বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেই উহার বিধান ও হেদায়াতের পাবন্দ হবো না—বরং আমাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে উহার পাবন্দ হয়ে চলবো। আমাদের সমাজ, আমাদের তাহজীব, তামাদ্দুন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, আমাদের আইন-কানুন, কোর্ট-আদালাত, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সন্ধি ও যুদ্ধ আর আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছু সেই সকল নীতি ও সীমারেখার অনুগত ও পাবন্দ হয়ে পরিচালিত হবে, যা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা আমাদের পার্থিব বিষয়াবলী ও সমস্যাসমূহের সমাধানে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও খোদ মোখতার হবো না—বরং আমাদের স্বাধীনতা ও এখতিয়ার সেই সীমান্ত রেখার মধ্যে সীমায়িত থাকবে যা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নীতিমালা ও সীমারেখা দ্বারা অংকিত হয়েছে। এ সকল নীতিমালা ও সীমারেখা সর্বাবস্থায়ই আমাদের এখতিয়ার-স্বাধীনতার বহু উর্ধে।

দুই ঃ মানবতার ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় নীতিটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর উপর ভিত্তি করে যে জীবন বিধান রচিত হবে, তার ভিতর জাতি, বংশ, দেশ, অঞ্চল ও বর্ণ ভাষার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামী ও আত্মস্বার্থের পথ থাকবে না। উহা একটি জাতীয় বিধানের পরিবর্তে এমন একটি নীতিগত বিধান হওয়া চাই যার দরওয়াজা থাকবে সেই সকল প্রত্যেকটি মানুষের জন্য উন্মুক্ত, যারা উহার মৌলিক নীতিমালাকে স্বীকার করে নিবে। আর যারা উহার স্বীকারোক্তি দিবে তারাই কোন প্রকার মর্যাদা বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য ব্যতিরেকেই সম্মানের অধিকার নিয়ে উহাতে অংশীদার থাকবে। এ জীবন বিধানে নাগরিকত্বের (Citizenship) ভিত্তিমূল জন্ম, বংশ, সম্প্রদায়, দেশ ও অঞ্চলের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং শুধু কেবল নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তবে যারা এসব নীতিতে বিশ্বাসী হবে না এবং উহা স্বীকার করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতও নয়, তাদেরকে বিলীন করে ধ্বংস করে ফেলা বা দাবিয়ে রাখার কোনরূপ প্রচেষ্টা করা যাবে না। বরং উহারা নির্দিষ্ট কতকগুলো অধিকারের সাথে এ বিধান ও ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তাধীনে (Protection) বসবাস করবে। আর এ নীতিমালার সঠিকতা ও সততার বেলায় যখন উহারা নিশ্চিত হয়ে উহার প্রতি আস্থা আনবে, তখন উহাদের জন্য মুসলিম নাগরিকদের ন্যায় সম্মানের অধিকারসহ নিজ স্বাধীন মর্জি মত এ বিধানের নাগরিকত্ব অর্জন করার সর্বদা সুযোগ বর্তমান থাকবে। যে বিষয়টিকে আমরা মানবতার নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকি, উহা জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে না। বরং উহাকে প্রকৃতিগত সঠিক সীমারেখার মধ্যে স্বীকার করে নেয়। উহার মধ্যে নিজ জাতির প্রতি দরদ ও ভালবাসার স্থান রয়েছে বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয় গোঁড়ামীর কোন স্থান উহার মধ্যে নেই। জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা বৈধ কিন্তু জাতীয় আত্মস্বার্থ হারাম। আর জাতীয় স্বাধীনতাও একটি বাস্তব ধ্রুব সত্য কথা। আর এ নীতি এক জাতির উপর অপর জাতির আত্মস্বার্থ মূলক প্রভাব ও দলনকেও সে কঠোরভাবে অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু এমন জাতীয় স্বাধীনতাকে সে আদৌ স্বীকৃতি দেয় না, যা মানবতাকে পার হবার অযোগ্য সীমারেখার মধ্যে বন্টন করে দেয়। মানবতার নীতির দাবি হচ্ছে এই যে, যদিও প্রত্যেকটি জাতি নিজ নিজ দেশের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই পরিচালনা করবে এবং কোন জাতি অপর জাতির অধীন থাকবে না। কিন্তু ঐ সকল জাতি যারা মানব সভ্যতার মৌলিক

নীতিমালার ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করে থাকে, উহাদের মধ্যে মানবিক মুক্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির সকল কাজে পূর্ণরূপে সহায়তা ও সহযোগিতা থাকতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার (Competition) পরিবর্তে সহযোগিতা হতে হবে। পরস্পরের মধ্যে কোন রূপ কৌলিন্য, আভিজাত্য ও সাম্প্রদায়িকতা এবং কোনরূপ পার্থক্যই থাকতে পারবে না। বরং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহজীব তামাদ্দুন এবং জীবন ধারণের উপকরণাবলীর স্বাধীন লেন-দেন ও আদান-প্রদান থাকবে। আর এহেন সুসভ্য জীবন বিধানের ছত্রছায়ায় জীবন কালাতিপাতকারী জগতের প্রত্যেকটি মানুষই এ সমগ্র জগতটিরই নাগরিক হবে—একটি দেশ ও একটি জাতির নয়। এমন কি উহাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হবে "প্রত্যেকটি দেশই আমার দেশ, আল্লাহর সমগ্র দেশ আমার"।

বর্তমান যুগের অবস্থাটিকে আমরা একটি ঘৃণার যোগ্য অবস্থা মনে করে থাকি, যার মধ্যে একটি মানুষ যেমন নিজে নিজের দেশ ও জাতি ব্যতীত অপর কোন দেশ ও জাতির শুভাকাংখী ও দরদী হতে পারে না—পারে না কোন জাতি নিজ জাতির লোকজন ব্যতীত অপর কোন জাতির লোকজনের উপর নির্ভরশীল হতে ও বিশ্বাস স্থাপন করতে। মানুষ নিজ দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বের হবার সাথে সাথেই ইহা অনুভব করে থাকে যে, আল্লাহর যমীনের সর্বত্রই উহার জন্য বাধা-বিপত্তি দণ্ডায়মান রয়েছে। সর্বত্রই উহাদেরকে চোর ও পকেটমারদের ন্যায় সন্দেহের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়ে থাকে। সর্বত্রই জিজ্ঞাসা ও তল্লাশীর শিকার হতে হয়। মুখের ভাষা, কলমের ভাষা—বক্তৃতা, বিবৃতি, চাল চলন ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারেই অর্ডিন্যান্স। কোথাও উহাদের জন্য নেই কোন অধিকার, নেই কোন স্বাধীনতা। আমরা ইহার পরিবর্তে এমন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশী, যার মধ্যে নীতির একত্বতাকে ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এ ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মতার মধ্যে থাকবে পূর্ণরূপে সম্মানের ও অংশীদারী নাগরিকত্ব (Common Citizenship), আর প্রচলিত হবে অবাধ যাতায়াতের রসম-রেওয়াজ। আজকের কোন এক ইবনে বতুতা আটলান্টিকের উপকূল হতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপদ্বীপ পর্যন্ত এমনভাবে চলে যাক যেন কোথাও তাকে অপর বলে (Alien) ভাবা না হয়, আর সর্বত্রই যেন উহার জন্য জজ ম্যাজিস্ট্রেট উজির নাজির ও দূত হয়ে যাবার অবাধ সুযোগ থাকে—এহেন দৃশ্য আর একবার অবলোকন করার জন্যই আমাদের দৃষ্টি আজ ব্যাকুল।

তিন ঃ গণতান্ত্রিক খেলাফতের ব্যাখ্যা

এখন আসুন তৃতীয় নীতিটির পালায়। আমরা গণতান্ত্রিক শাসনত্বের স্থানে গণতান্ত্রিক খেলাফতের প্রবক্তা। রাজতন্ত্র ও আমীর ওমরাহদের শাসন ক্ষমতা এবং শ্রেণীগত ইজারাদারীর আমরা এত কঠোর বিরোধী যতদূর বর্তমান যুগের এক গণতন্ত্রবাদী লোক কঠোর বিরোধী হতে পারে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একজন বিরাট দরদী লোক যতদূর দরদী হয়ে থাকেন, আমরাও সামাজিক জীবনে সমগ্র লোকের সম অধিকার ও মর্যাদার জন্য প্রকাশ্য রূপে ততোখানি দাবীদার।

আর আমরা একথারও প্রবক্তা যে, রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা এবং শাসকদের নির্বাচন সমগ্র জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছা ও রায়ের দ্বারা হওয়া উচিত। আমরা সেই জীবন বিধানেরও কঠোররূপে বিরোধিতা করে থাকি, যে জীবন বিধানের মধ্যে থাকে না কোন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা ও কর্ম প্রচেষ্টার স্বাধীনতা। অথবা যে জীবন বিধানের মধ্যে জন্ম, বংশ ও শ্রেণীগত পার্থক্যের কারণে কতিপয় লোকের জন্য বিশেষ অধিকার আর কতিপয় লোকের জন্য বাধা-বিপত্তি বর্তমান থাকে, আমরা উহারও চরম বিরোধী। এই যে বিষয়গুলো যাকে গণতন্ত্রের মূল প্রাণবস্তু এবং (Essence) বলে গণ্য করা হয় উহার বেলায় আমাদের গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মধ্যে কোন মতবিরোধের অবকাশ নেই। উহার মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই যা পাশ্চাত্যবাসী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র পূজারীদের জন্মের শত সহস্র বছর পূর্বে আমরা এ গণতন্ত্রকে জেনেছি এবং জগতের সম্মুখে উহার উত্তম বস্তুর নমুনা তুলে ধরেছি। আসলে এ নবতর গণতন্ত্রের সাথে যে বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে, আর এ মতপার্থক্য খুবই কঠোরতম ও চরমরূপী পার্থক্য—তা হচ্ছে এ গণতন্ত্র জনগণের অবাধ, শর্তহীন ও সাধারণ শাসনত্ব ও সার্বভৌমত্বের নীতি পেশ করে থাকে। আর নীতিকে আমরা মূলগত দিক দিয়ে ভ্রান্ত এবং পরিণাম ফলের দিক দিয়ে ধ্বংসাত্মক মনে করে থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী এবং যিনি মানুষের ক্রমবিকাশের উপকরণ যুগিয়ে থাকেন, আর যার উপর নির্ভরশীল হয়েই উহাদের এবং সমগ্র জগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যার মহা পরাক্রমশালী আইনের পাকড়াওর মধ্যে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু আবদ্ধ হয়ে আছে। উহার বাস্তব ও মৌল সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার মধ্যে যে সার্বভৌম

শাসন ক্ষমতারই দাবী করা হোক না কেন—চাই উহা এক ব্যক্তি ও একটি পরিবারের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা হোক অথবা একটি জাতির এবং উহার জনগণের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা হোক, সর্বাবস্থায়ই উহা একটি ভ্রান্ত বুঝ উপলব্ধি ছাড়া কিছু নয়। আর এহেন ভ্রান্ত বুঝের ধাক্কাটি গিয়ে এ সৃষ্টি জগতের আসল মালিকের উপর গিয়ে পড়ে না। বরং সেই নির্বোধ দাবীদারদের উপর গিয়ে পড়ে, যারা নিজেরা নিজেদের মূল্যমান নির্ণয় করতে সমর্থ হয়নি। আল্লাহ তায়ালাকে শাসক স্বীকার করে নিয়ে মানব জীবনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দর্শনের উপর সাজিয়ে ঢালাই করা যেমন পরিণতি ফলের দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে তেমনি দার্শনিক দিক দিয়েও ইহা সত্য ও সঠিক নীতি। নিসন্দেহে এ খেলাফত গণতান্ত্রিক খেলাফত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণের রায় দ্বারাই রাষ্ট্রের আমীর-প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য সর্বাধিনায়কগণ নির্বাচিত হওয়া উচিত। উহাদের মতামত ও রায় দ্বারাই মজলিসে শুরার বা জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। আর উহাদের কাজের প্রকাশ্য সমালোচনা এবং হিসাব নিকাশ নেয়ার অবাধ অধিকারও জনগণের থাকা উচিত। কিন্তু এসব কার্যাবলী সেই চেতনা-অনুভূতির সাথেই হতে হবে যে, দেশ আল্লাহর, আমরা উহার মালিক নই—বরং প্রতিনিধি ; আর আমাদেরকে প্রত্যেকটি কাজের হিসাব-নিকাশ মূল মালিকের দরবারে পেশ করতে হবে। এছাড়া সেই সকল নৈতিক নীতিমালা আইনগত বিধান ও সীমারেখা সমূহ তার নিজ স্থানে অটল অনড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা বাঞ্ছনীয় যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জীবনের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর আমাদের জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টের বুনিয়াদী দর্শন যা হওয়া উচিত, তা এই—এক ঃ যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন, সেসব ব্যাপারে আমরা কোন আইন প্রণয়ন করবো না। বরং নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত থেকে বিশদ ব্যাখ্যামূলক আইন গ্রহণ করে নিব।

দুই ঃ আর যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোন হেদায়াত প্রদান করেননি, উহার বেলায় আমরা ইহা মনে করে নিব যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদেরকে কর্মপন্থা গ্রহণ করার স্বাধীনতা দান করেছেন। আর শুধু কেবল এ জন্যই আমরা ঐ সকল ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আইন-কানুন রচনা করবো। কিন্তু এসব আইন-কানুন অবশ্যই সেই সামগ্রিক রূপরেখার গতিধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে রচিত হতে হবে, যা আল্লাহ তায়ালার নীতিগত হেদায়াতাবলী আমাদের জন্য তৈয়ার করে দিয়েছে।

অতপর এ সকল তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিধান ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত করতে হবে যারা সর্বকাজে ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তার আনুগত্য মেনে চলে এবং তার সন্তুষ্টি বিধানের প্রত্যাশী হয়। যাদের জীবনের চাল-চলন ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, উহারা আল্লাহর দরবারে হাজীর হবার এবং সর্ব কাজের জবাবদিহি হবার বিশ্বাস রেখে থাকে। আর যাদের পাবলিক ও প্রাইভেট অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় ধরনের জীবন দ্বারা ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উহারা সেই সকল লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় নয় যারা সর্বক্ষেত্রেই বিচরণ করে এবং সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। বরং উহারা একটি খোদায়ী রশি দ্বারা এক খোদায়ী বন্দেগীর খুঁটিতে বাঁধা। আর উহাদের চাল-চলন সেই সীমারেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যে পর্যন্ত ঐ রশি উহাদেরকে যাবার সুযোগ দেয়।

নিজেরাই বিচার করুন

বন্ধুগণ,

ইতিপূর্বে উল্লেখিত নীতি তিনটি যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি। উহা বর্তমান সভ্যতার জাতীয়তাবাদিতা, ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মোকাবিলায় আল্লাহর আনুগত্য, মানবিক ও গণতান্ত্রিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী ; আর উহার প্রতিষ্ঠাই হলো আমাদের মূল লক্ষ্য। এ দু'টি জীবন বিধানের মধ্যে কি পার্থক্য ও মত বিরোধ রয়েছে, তা আপনারা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এখন উহার মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টির মধ্যে আপনাদের মুক্তি নিহিত, কোন্‌টির প্রতিষ্ঠা আপনাদের কাম্য হওয়া উচিত, আর কোন্‌টি প্রতিষ্ঠা করতে ও প্রতিষ্ঠা রাখতে আপনাদের সর্বশক্তি ব্যয় হওয়া উচিত, সে বিচার আপনাদের অন্তরের উপর নির্ভরশীল।

মুসলমানদের কর্তব্য

আমি মুসলমান ভাই-ভগ্নিদেরকে পরিষ্কাররূপে বলে দিতে চাই যে, বর্তমান যুগের ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আপনাদের দ্বীন ও ঈমানের পরিপন্থী জিনিস। উহার সম্মুখে আপনাদের মাথা অবনত করে দেয়ার অর্থ কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে থাকা। আপনারা যদি উহার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্বের কাজে অংশগ্রহণ করেন, তবে উহা হবে আপনাদের রাসূল (সা)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। আর যদি আপনারা উহার পতাকা উড্ডীন করতে দণ্ডায়মান হন, তবে উহা হবে আপনার আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর পতাকা উত্তোলনের শামিল। যে ইসলামের নাম নিয়ে আপনারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, উহার অন্তরাত্মা এ অপবিত্র জীবন ব্যবস্থার অন্তরাত্মার সাথে, উহার মৌলিক নীতিমালা ইহার মৌলিক নীতিমালার সাথে, এমনকি উহার প্রতিটি অঙ্গ ইহার প্রতিটি অঙ্গের সাথে আপাদমস্তক যুদ্ধে লিপ্ত। কোন দিক দিয়েই ইহার সাথে উহার কোন মিল নেই। ইসলাম এবং এ জীবন ব্যবস্থা একে অপরের সাথে কোথাও সন্ধি বা মিতালী রাখে না। এ জীবন বিধান যেখানে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেখানে ইসলাম পানির উপর উত্থিত বুদবুদের ন্যায়ই বিরাজ করবে। আর ইসলাম যেখানে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এ জীবন বিধানের জন্য কোন স্থানই থাকবে না।

আপনারা যদি বাস্তবিকই সেই ইসলামের ওপর ঈমান রেখে থাকেন যাকে আল কুরআন এবং আপনার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন তবে আপনাদের কর্তব্য হবে আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন এ জাতীয় পূজারী ধর্মহীন গণতন্ত্রের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং উহার স্থানে আল্লাহর আনুগত্যশীল মানবিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

বিশেষ করে আপনারা যেখানে একটি জাতি হিসেবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন সেখানে যদি আপনারা নিজ হস্ত দ্বারা ইসলামের আসল বিধান ব্যতিরেকে কাফেরী বিধান রচনা এবং প্রচলিত করেন তবে আপনাদের সেই মিথ্যা মুসলমানীর জন্য শত সহস্র আফসুস, যার নাম উচ্চারণ করার জন্য আপনারা সোচ্চার গলায় পঞ্চমুখ এবং যার কাজ করার জন্য এতখানি অলস ও নারাজ।

এ ব্যাপারে মাঝখান থেকে আমি আমার মুসলমান ভাই ভগ্নিদের খেদমতে আর একটি কথা বলতে চাই যে, কতিপয় ধর্মীয় জামা পরিধানকারী কেতাদুরস্ত লোক আপনাদের এ ভুলের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে, হয়তো তারা নিজেরাও উহার অভিশাপে জর্জরিত যে "রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা এমন একটি বখশিশ বিশেষ যা নামায ও সদাচারের প্রতিদানে আল্লাহর তরফ হতে পাওয়া হয়। উহা লাভ করার চেষ্টা তদবীর করা নিছক দুনিয়াদারী ছাড়া কিছু নয়, আর উহাকে লক্ষ্যবস্তু মনোনীত করাও ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।" এসব কথা যারা বলে থাকে, তারা বিষয়টিকে আদৌ অনুধাবন করতে পারেনি। যদি উহারা খারাপ মনে না করে, তবে আমি বলতে চাই যে, উহারা বিষয়টিকে বুঝবার ও অনুধাবন করার কোনরূপ চেষ্টাও করতে ইচ্ছুক নয়। কেননা ইহা বুঝবার ও অনুধাবন করতে উহাদের সেই আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও বিলাসিতা নষ্ট হয়ে যাবে, যা উহারা বর্তমান জীবন ব্যবস্থার রাজত্বের মধ্যে লাভ করে থাকে বা লাভ করার আশা পোষণ করে আসছে। এরা এ বিষয়টিকে পূর্ণরূপে পুরস্কারের দিক দিয়ে অবলোকন করে থাকে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকটি উহাদের দৃষ্টি হতে যবনিকার আড়ালে থেকে যায়। আমার মতে খোদায়ী হুকুমত বা গণতান্ত্রিক খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াও নিসন্দেহে একটি পুরস্কার, কিন্তু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং উহার শাসন বিধান জারি করা, অন্যায়ের স্থানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, শয়তানী খেলাফতের স্থানে আল্লাহ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক খেলাফত কায়েম করাও মুসলমানদের অন্যতম দায়িত্ব ও

কর্তব্য। তোমরা দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এড়িয়ে চলবে আর এদিকে পুরস্কারের আশা পোষণ করবে—এমন পুরস্কারের ভাগ্য তোমাদেরই হোক।

অমুসলমানদের নিকট আপীল

এখন এ ব্যাপারে আমরা অমুসলমানদের কথা আলোচনা করবো। তাদের সমীপে আমাদের আন্তরিক অনুরোধ হচ্ছে যে, তারা যেন অনুগ্রহ পূর্বক নীতির ব্যাপারে সেই গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতার তালা নিজেদের মনের দরওয়াজায় ঝুলিয়ে না দেয়, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে বিগত ইতিহাস এবং বর্তমানের জাতীয় টানা-হেঁচড়া ও বিবাদ সংঘর্ষ দ্বারা সৃষ্টি হয়ে আছে।

নীতি কখনো পৈত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হয় না। আর উহার ওপর কখনো কোন জাতির জাতীয় সীলমোহরও ছেপে দেয়া হয় না। উহা যদি নির্ভুল ও কল্যাণময়ী হয়, তবে তা সমগ্র মানুষের জন্যই নির্ভুল ও ফলপ্রসু হয়ে থাকে। আর ভ্রান্ত হলেও উহা সমগ্র মানুষের জন্যই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক হয়—চাই উহার উথাপক যে কোন লোকই হোক না কেন আর যে ভাষায়ই উহা পেশ করা হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে উহার কোনই বালাই নাই। যেমন মুখস্ত বিদ্যার সঠিকতার নীতি, চিকিৎসা বিদ্যার নীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির নীতি, অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নীতির ক্ষেত্রে যেমন এ প্রশ্নের কথা আদৌই উথাপিত হয় না যে, উহা অমুক দেশের বা জাতির বস্তু। আর এ জন্যই অন্য লোক এ ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিবে। আপনারা যে সঠিক ও নির্ভুল নীতিকে গ্রহণের ব্যাপারেই সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিবেন না কেন তাতে আপনাদের নিজেদেরই ক্ষতি সাধিত হবে। সুতরাং নৈতিক চরিত্র, তামাদ্দুন, সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির নীতিমালার ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা। ইহা আসলে একটি জাতিহীন ও বংশহীন বিষয়। উহাকেও উহাদের নিজস্ব কদর্যতা ও সৌন্দর্যতার (Merit) দিক দিয়ে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আপনারা সঠিক ও নির্ভুল নীতি গ্রহণ করে অপরের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ করবেন না বরং নিজেদের উপকার নিজেরাই করবেন। আর যদি আপনারা ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে চলেন, তবে নিজেদের ক্ষতিই নিজেরা করবেন, অপরের কোন কিছু তাতে ভেঙ্গে চুরে যাবে না। আপনারা দুনিয়ার অন্যান্য নীতির বেলায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেন না। ধর্মহীনতা, জাতি পূজা আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আপনাদের নিকট সেই ইংরেজদের মাধ্যমেই এসে উপস্থিত হয়েছে, যারা দু'শত বছরের অধিক কাল

আপনাদের উপর শাসন শোষণের ষ্টীম রোলার চালিয়ে ছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে আপনারা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর যাবত স্বাধীনতার সংগ্রাম করে এসেছেন। সুতরাং এ শত্রুদের দ্বারা প্রণিত অগণিত নীতিমালার ব্যাপারে আপনারা কেন সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেন না ? বর্তমানে আপনারা সোশালিজম ও কমিউনিজমকে দেখছেন, যার পানে আপনাদের মধ্যে বহু লোক লোভাতুর জিহ্বা নিয়ে দৌড়াচ্ছে, উহা জার্মানীর এক ইহুদীর দেমাগ হতে রেব হয়ে রাশিয়ায় গিয়ে লালিত পালিত হয়ে মহিরুহ ধারণ করেছে। সুতরাং আপনারা উহাকে কেন নতুন ও অপরিচিত বস্তু বলে গণ্য করেন না। এ জাতি সমূহের সাথে আপনাদের আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক আছে কি ? আপনারা যদি ইহার বেলায় সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীকে পরিহার করে চলেন এবং নীতিকে নীতিরূপেই জ্ঞান করেন, তবে আমরা যে নীতি আপনাদের খেদমতে পেশ করেছি তা নিয়ে গবেষণা করার আপনাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিকে এদিকে ফিরিয়ে নেবার কোনই কারণ থাকতে পারে না যে, উহার উত্থাপক এমন জাতির লোক যাদের সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ঐতিহাসিক অভিযোগ রয়েছে অথবা যাদের সাথে আপনাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল।

আমরা দলিল প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করেই সেই সকল নীতির সমালোচনা করে থাকি, যা আমাদের নিকট মানবতার নীতিকে ধ্বংস করে দেয়। আর উহার স্থানে সেই নীতিকেই পেশ করছি যার মধ্যে আমাদের নিজেদের এবং আপনাদের—এক কথায় সমগ্র মানবতার মুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। আপনারা উদার চিত্তে মুক্ত মনে সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর চশমা পরিহার করে অবলোকন করুন যে, বাস্তব জীবনে কোন্ নীতির অনুশীলন ও আনুগত্যের মধ্যে আপনাদের নিজেদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য কল্যাণময়ী না ধর্মহীনতা বা নিরপেক্ষতা কল্যাণময়ী, জাতীয়তাবাদ কল্যাণময়ী না মানবতাবাদ কল্যাণময়ী, জনগণের সাধারণ ও সার্বভৌম শাসনত্ব কল্যাণময়ী না আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে গণতান্ত্রিক খেলাফত কল্যাণময়ী, তা আপনারা যাচাই বাছাই করে দেখুন। মানবিক ব্যবহারিক জীবনের চাবিকাঠি আল্লাহ বিরোধী লোকদের হাতে থাকা কল্যাণকর না আল্লাহভীরু লোকদের হাতে থাকা কল্যাণকর, তাও আপনারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন। আমরা যা কিছু আপনাদের খেদমতে পেশ করেছি উহাই সমধিক সত্য সঠিক ও পরিণতি ফলের দিক দিয়ে অধিক কল্যাণময়ী বলে যদি আপনাদের অন্তর সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে উহা আপানারা গ্রহণ করে নিজেদের কল্যাণ নিজেরা করুন।

একটি বাস্তব প্রশ্ন

বস্তুত এখন একটি বাস্তব প্রশ্নের কথা থেকে যায়। আর সে প্রশ্নটি হচ্ছে যে, এই আল্লাহর আনুগত্যশীল বিধান পরিচালনার জন্য কোত্থেকে পথ প্রদর্শনীয়তা গ্রহণ করা হবে, আর আল্লাহ সেই বিধান ও শাসনতন্ত্রটিই বা কি যার উপর আমরা আমাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি ? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ প্রশ্নটি খুবই জটিল প্রশ্ন বলে অনুমিত হয়। কেননা হুকুমতে এলাহিয়া, রামরাজ বা (Kingdom of God) এর সহজতর ধ্যান-ধারণাটির উপর যতখানি সহজে মানুষ একমত হতে পারে, ততখানি সহজে কোন শাসনতন্ত্র ও আইনকে আল্লাহর শাসনতন্ত্র ও আইন রূপে গ্রহণ করে নিতে ঐকমত্য হতে পারে না। তবে এ জটিলতা এতখানি কঠোর ও অসম্ভব বিষয় নয় যে, কোনক্রমেই উহা দূরীভূত করা যেতে পারে না।

এ ভারতবর্ষকে যে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হবে তা চূড়ান্ত রূপে স্থির হয়ে গিয়েছে। উহার একটি অংশ মুসলিম সংখ্যাগুরুদের শাসনাধীনে দেয়া হবে আর উহার দ্বিতীয় অংশটি হবে অমুসলিম সংখ্যাগুরুদের শাসনাধীন। প্রথম অংশটিতে আমরা জনগণের রায় ও মতামতকে পুনর্গঠিত করে এমন শাসনতন্ত্র ও আইনের উপর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচনা করবো, যাকে আমরা মুসলিমগণ আল্লাহর শাসনতন্ত্র ও আইন বলে স্বীকার করে থাকি।

এখানে অমুসলিম ভাইরা আমাদের বিরোধিতা করবে না বরং আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ প্রদান করবে। আর এখানে তারা দেখতে থাকবে যে, একটি ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের স্থানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহধর্মী গণতান্ত্রিক খেলাফত কতদূর পর্যন্ত স্বয়ং পাকিস্তানবাসীদের জন্য আর সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য কতখানি রহমত ও বরকতের প্রতিভূ প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় অংশটিতে হবে অমুসলিম ভাইরা সংখ্যাগুরু এবং আমরা হবো সংখ্যালঘু। সেখানের ব্যাপারে আমরা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং আল্লাহকে পরিত্যাগকারী জাতিসমূহের থেকে সেই আদর্শ ও নীতিমালা গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানাবো যার কারণে স্বয়ং উহারা নিজেরা নষ্ট হচ্ছে এবং দুনিয়ার মানুষেরও অনিষ্ট করে যাচ্ছে বরং উহার পরিবর্তে আপনারা আমাদের উত্থাপিত এ নীতি তিনটি গ্রহণ করুন যা প্রত্যেকটি যুগে আল্লাহর নেক বান্দাগণ আমাদের কাছে উত্থাপন করে গিয়েছে। উহা আপনাদের মহাপুরুষগণ ঠিক

অমনিভাবেই পেশ করে গিয়েছেন যেরূপ আমাদের মহাপুরষগণ পেশ করে গিয়েছেন। সুতরাং এ নীতি ও আদর্শ মাফিক একটি রাষ্ট্র বর্তমান যুগের এক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিস্তারিত কোন বিধান ও আদর্শ আপনাদের মহাপুরুষদের শিক্ষা ও আদর্শসমূহের মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখুন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহারাজ, বুদ্ধদেব, গুরু নানকসহ অন্যান্য মুণি ঋষি ও মহাপুরুষদের শিক্ষা আদর্শ ও জীবন চরিত পর্যালোচনা করুন। বেদ, পুরাণ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করুন। উহার মধ্যে যদি আপনারা দেশ ও সমাজ পরিচালনের কোন নীতি আদর্শ খুঁজে পান তবে আপনারদেরকে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তদনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করবো। আর আমাদের সাথে এমন ব্যবহার প্রদর্শন করুন, যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য আপনাদের দ্বীন-ধর্ম আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়। আমরা কখনোই এ জীবন বিধানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো না। বরং উহাকে কাজ করার সুযোগ দেব এবং সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করে আমরা ইহা অবলোকন করতে থাকবো যে, আপনারা আল্লাহর আনুগত্য, মানবতা এবং আল্লাহমুখী গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন তা কতখানি হিন্দুস্তানীদের জন্য আর কতখানি দুনিয়ার মানুষের জন্য রহমত, বরকত ও কল্যাণময়ী ও ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়। কিন্তু আপনারা যদি এমন কোন বিশদ নীতি আদর্শ উহাতে খুঁজে না পান তবে উহার অর্থ এ নয় যে, উহা আল্লাহ তায়ালা আপনাদের নিকট প্রেরণ করেননি। বরং উহার অর্থ হবে শুধু তাহাই যে, আপনাদের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাঙ্গাগড়া ও বিবর্তনের মধ্যে উহা অথবা উহার বিরাট একটি অংশ আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন। সেই একই জিনিস সেই আল্লাহরই প্রেরিত নীতিমালা আমরা আপনাদের খেদমতে উপস্থিত করছি। ইহা আপনাদেরই সেই হারানো বস্তু যা পরম্পরা আপনাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে এসেছে। আপনারা উহাকে জানবার বুঝবার চেষ্টা করুন, উহাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। আর বাস্তবিক পক্ষে উহা আপনাদের এবং দুনিয়ার মানুষের জন্য মুক্তি ও সাফল্য আনতে পারে কি পারে না তা যাচাই করে দেখুন।